'পদ্মাবতী' কাব্যে যুগলক্ষণ

আরাকান রাজসভার দুই জ্যোতিষ্ক হলেন দৌলত কাজী এবং আলাওল। বঙ্গের সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব প্রত্যন্তে চট্টগ্রামের রাজসভায় বসে এই দুই মুসলমান কবি মধ্যযুগের সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লবের জয়পতাকা ওড়ালেন। দৈবনির্ভর ধর্মশাসিত মধ্যযুগের সাহিত্যে মানব মহিমার বাণীবন্দনা রচনা করলেন এঁরাই। আলাওল তাঁর পূর্বসূরী দৌলত কাজীর সতীময়না বা লোরচন্দ্রানী কাব্য দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়ে 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন, এমনকি অসমাপ্ত সতীময়নার উপসংহার অংশ রচনার দায়িত্বও আলাওল নিয়েছিলেন। তাই যুগলক্ষণের বিচারে সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে এই দুই কবির রচনার মধ্যেই গৌড় বঙ্গের ধর্মীয় ঐতিহ্য ভাবনা থেকে দূরবর্তী ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ধর্মীয় রাজাদের রাজসভায় এক নতুন সাহিত্যশাখার জন্ম হল, ফুটে উঠল সমকাল ও সমাজের স্বাভাবিক যুগলক্ষণ। এই লক্ষণগুলি হল:—

প্রথমতঃ, আলাওলের কাব্যে জীবনের প্রবহমানতার এমন কিছু কিছু উপাদান আছে, যার আবেদন মানুষের চেতন-অবচেতন থেকে কোনকালেই সম্পূর্ণরূপে ফুরিয়ে যায় না। এই উপাদানগুলি হল সেক্স, অ্যাডভেঞ্চার ও রোমান্স। আলাওল জায়সীর যে মূল 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন সেখানে প্রেমের সার্থকতা ও ব্যর্থতা মুখ্য প্রতিপাদ্য হলেও সুফী ধর্মের তত্ত্বকথার রূপক-কাহিনী হিসাবেই এই কাব্য নির্বাচন করেছিলেন, সে প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আলাওলের 'পদ্মাবতী' সুফীতত্ত্বের রূপক কাব্য নয়, বরং মধ্যযুগীয় রোমান্স রসের উপযোগী করে প্রেম ও যুদ্ধকথাকে যত দূর সম্ভব মানবজীবনের আবেগোত্তাপে জীবন্ত করে তুলেছেন। প্রত্যেক যুগের মানুষের মধ্যেই যে সেক্স, ভায়োলেন্স, অ্যাডভেঞ্চার, রোমান্সের আকাঙ্ক্ষা চিরজাগরূক থাকে, আলাওল তাকেই মধ্যযুগীয় ধর্মকারার প্রাচীর ভেঙ্গে জীবনের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা পরিচিত হয়েছি মূলতঃ দৈবপ্রেম, ভক্তিপ্রেম, ধর্মপ্রেমের। প্রেম যে মানবিক বস্তু, জৈব অথচ স্বপ্নপিপাসু রোমান্সের উপকরণ হতে পারে, আলাওল আমাদের তা দেখালেন। পদ্মাবতীর রূপসৌন্দর্যের অদম্য আকর্ষণে রত্নসেনের দুস্তর পথ অতিক্রম করা, এই রূপের টানেই দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিনের চিতোর অভিযান ও যুদ্ধাবতরণ, এই রূপমোহেই দেবপালের কপটদৌত্য—সবই আবর্তিত হয়েছে এক নারীর রূপকে কেন্দ্র করে, যা মনে পড়িয়ে দেয় গ্রীককাহিনীর হেলেনকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ট্রয়ের যুদ্ধের কথা। দাম্পত্য প্রেমের ঘানি টানা সঙ্কীর্ণ বাঙালির কাছে আলাওল যেন উন্মুক্ত করে দিলেন দেহবাদমুখর রক্তমাংসের মুক্ত প্রেমকে।

তৃতীয়তঃ, মধ্যযুগের প্রবণতা মূলতঃ দেবনির্ভর মানবতাবাদ হলেও সময়ের সাথে সাথে

যুগের মর্জি বদলের লক্ষণ স্পষ্ট হতে লাগল। কবিরা আর শুধু দেবতার প্রাঙ্গণে ভক্তি আর কৃপার ফুল ফোটাতে আগ্রহী হলেন না, যে মানুষ তার মর্তপ্রীতি ও জীবনপ্রীতি নিয়ে একই সঙ্গে উঁকি মারে কামে ও প্রেমে, সংযমে ও স্বৈরাচারে, ত্যাগে ও ভোগে, আদর্শে ও অধঃপতনে। দেবতা থেকে মানুষে সরে আসার এই প্রবণতা যেমন দেখা গেল আমাদের লৌকিক সাহিত্যে, গাথা-গীতিকায়, তেমনি দেখা গেল মুসলমান কবিদের রচনায়। আলাওল এই যুগের একজন সমৃদ্ধ প্রতিভা এবং রাজসভাপুষ্ট কবি বলে তার কাব্যে মর্ত্যের মানবের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটল। শুধুমাত্র রূপজ প্রেমকে আয়ত্ত করার জন্য 'পদ্মাবতী'তে দেখা যায় রত্নসেনের দুস্তর তপস্যা, আলাউদ্দিনের লালসা ও ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ ও ধ্বংস, ব্যর্থতা ও ক্রোধ, সংহতি ও মৈত্রীর বিচিত্র বিস্তারী চিত্রায়ণ। মর্ত্য-জীবনানুভূতি প্রকাশে আলাওলের 'পদ্মাবতী' যুগলক্ষণকেই প্রকট করে তোলে।

চতুর্থতঃ, আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে স্বর্গ ও মর্তের ব্যবধান যেমন প্রসারিত হল, তেমনই হিন্দু-মুসলিম ধর্মকেন্দ্রিক বিভাজন রেখাটিও অনেকাংশে লুপ্ত হল। আলাওল ও তাঁর পূর্বসুরী দৌলত কাজী বুঝেছিলেন, মানুষে মানুষে ধর্মভেদ বা বর্ণভেদ বাড়তে থাকলে মর্ত জীবনানুভূতির মৃত্যু ঘটবে। তাঁরা প্রয়োজন বোধ করলেন এক অসংকীর্ণ উদার জীবনদৃষ্টির তাই দৌলত কাজীর কণ্ঠে শোনা গেল মুক্ত জীবন-সংবেদনের উদাত্ত বার্তা—

"নর সে পরমপদ নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর।।"

পূর্বসূরীর কণ্ঠের এই বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত আলাওল এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণীকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মূল কাব্যের পরিণতিকেই পরিবর্তন করে ফেললেন। পদ্মাবতীকে পাওয়ার জন্য যে আলাউদ্দিন রত্নসেনকে যুদ্ধ ও নির্যাতনে বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন, কাহিনী পরিণামে রত্নসেন-পদ্মাবতীর পুত্রদ্বয়কে সেই সুলতানই পাশে বসিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে পিতৃশোকের সান্ত্বনা দিয়েছেন। রাজপুত্রদের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে রাজ্য উপহার দিয়েছেন। এই পরিবর্তনের ফলে মূল কাহিনীর ট্র্যাজিক গাম্ভীর্য বিপন্ন হয়েছে, পরিণাম মেলোড্রামাটিক হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও আলাওল যুগলক্ষণকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাছাড়া 'পদ্মাবতী' কাব্যে ইসলামি শাস্ত্রলক্ষণ যতনা পরিস্ফুট, তার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্র, লোকাচার পুরাণ ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যের মধ্য দিয়ে আলাওল একটি সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, মানুষই শেষ কথা। মানুষকে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে, কিতাব-কোরানের ব্যবধান মুছে পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে, সেখানে কোন ধর্ম নেই, জাতি নেই, হিন্দু নেই, মুসলমান নেই।

পঞ্চমতঃ, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যেসব অনুবাদ কর্মের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই সেগুলি মূলতঃ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি ধ্রুপদী ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের অনুবাদ। ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুর গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রাপ্তি, পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত অনুবাদ, ছুটি খাঁর উৎসাহে শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ, বর্ধমান, কুচবিহার, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি রাজসভার উদ্যোগে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ—গোটা বিষয়টিই ক্লাসিক চর্চার অনুবাদে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকে গৌড়ীয়

সংস্কৃতি থেকে দূরবর্তী বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিরা হিন্দু পুরাণ অনুবাদের পরিবর্তে সুফী ধর্ম সংশ্লিষ্ট প্রেমকাহিনীর প্রতি মনোযোগী হলেন। ফলে লৌকিক প্রণয় কাহিনীর চর্চা মুসলমান কবিদের অনুবাদকর্মের বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব আনল। তাছাড়া আরাকান রাজসভায় আরবী, ফারসী, মগ এবং বাংলা ভাষার পাশাপাশি হিন্দী ভাষার চর্চাও হত। ফলে হিন্দী প্রণয় কাহিনীর প্রতি দেখা দিয়েছিল অমাত্যদের আগ্রহ। ফলে দৌলত কাজী অনুবাদ করলেন হিন্দী কবি সাধনের 'মৈনাসৎ' আর আলাওল অনুবাদ করলেন জায়সীর 'পদুমাবৎ'। এছাড়া আরাকান রাজসভার অমাত্যদের রতি ও রণপ্রিয় মনোভাবও আলাওলের অনুবাদকর্মে স্বাতন্ত্র্য এনেছিল। প্রাজ্ঞ সাহিত্য সমালোচক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'প্রেম এই জাতীয় কাব্যগুলির প্রধান উপজীব্য হলেও তাকে অবলম্বন করে কবিরা চরিত্রের হৃদয়-রহস্যের গভীরে ডুব দেন নি..... রূপকের দ্ব্যর্থতার পরিবর্তে রোমান্সের দিকেই ধাবিত হয়েছেন। রাজসভার রতি রণপ্রিয় অমাত্যবর্গের অবসর জীবনকে কবিরা ডুবিয়ে দিয়েছেন প্রেম ও যুদ্ধের রোমান্স কাহিনী দিয়ে। সেখানে রূপকের প্রতি শ্রোতার আগ্রহ যেমন কম, চরিত্রের হৃদয় বিশ্লেষণের অবকাশও স্বল্প।' সুতরাং সাধক কবি জায়সীর মরমী রোমান্টিকতার অতীন্দ্রিয় জগৎ থেকে সরে এসে আলাওল প্রেম, যুদ্ধ, রোমান্স ও ইতিহাসের মেলবন্ধন ঘটালেন সামাজিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, তার জন্য কবিকে দায়ী করা যায় না, বরং তাঁর পারিপার্শ্বিক ও যুগলক্ষণ তাঁকে জায়সীর থেকে অনেকটা সরে আসতে বাধ্য করেছিল।

ষষ্ঠতঃ, সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে প্রাকৃতিক শক্তি প্রবৃত্তি সঞ্চালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে 'কামাগুণ' ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলেছে, সাহিত্যেও তার ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। নারীর মধ্যে এই কামাগুণ যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত আছে বলে ভ্রমররূপী পুরুষ যুগ যুগ ধরে তীব্র বাসনাসহ তার দিকে ধেয়ে চলেছে। এই ধাবমানতার শেষ নেই কোথাও। পদ্মাবতীর রূপের মোহে ছুটে চলা এই পুরুষের মধ্যে রত্নসেনও আছে, সুলতান আলাউদ্দিনও আছেন, দেবপালও আছেন। রোমান্স ও রূপকথার যূথবন্ধ আবরণ ভেদ করে একটি গূঢ় সত্যকে তুলে ধরেছিলেন—প্রবৃত্তি যতক্ষণ আছে, মানুষ ততক্ষণই মানুষ। মধ্যযুগের ধর্মপ্লাবিত বাতাবরণে ঈশ্বরের চেয়েও অধিক শক্তিশালী রূপে মানুষকে স্থাপন করতে গিয়ে দৌলত কাজীর মতই আলাওলও প্রবৃত্তি ও ভোগের দুর্বার চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'পদ্মাবতী-রত্নসেন ভেঁট খণ্ডে' পদ্মাবতী ও রত্নসেনের রতিক্রীড়া ও বিপরীত রতির যে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়, সে দৃশ্যটি দেখার জন্য আকুল হয়েছিলেন রাজসভার উপস্থিত অমাত্যবর্গ, উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ, এমনকি গোটা মধ্যযুগ—তার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ধর্মমোহের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে এক সাহসিক মানবিক পদক্ষেপ স্থাপন করল।

সপ্তমতঃ, 'পদ্মাবতী' কাব্যে আলাওল রোমান্সের স্বপ্ন সন্ধানে ইতিহাসের যে বিস্তারী প্রেক্ষাপট বেছে নিয়েছেন (যদিও তা জায়সীরই অবদান) তাও যেন আধুনিক সাহিত্যের মৃদু আগমনবার্তা সূচিত করছে। সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা আধুনিক উপন্যাসের তথা ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থক স্ফুরণ এবং এই স্ফূর্তির পেছনে কাজ করেছে পাশ্চাত্য গঠনতত্ত্বের শৈল্পিকতা। কিন্তু আমরা ভুলে যাই 'পদ্মাবতী'র মত মধ্যযুগের এইসব কাহিনীকাব্য, লোককথার মধ্যেই বাংলা উপন্যাসের বীজ লুকিয়ে ছিল। যা

যা উপাদান থাকলে একজন লেখক লিখতে পারেন মনের মত প্রেমমনস্তত্ত্বের রোমান্টিক উপন্যাস বা ঐতিহাসিক উপন্যাস, তার অনেকখানি তিনি পেতে পারেন 'পদ্মাবতী'তে। শুধু আধুনিক যুগ সরে এসেছে তার বাস্তবতায়, চিত্তসংযমে, আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও মনোবিকলনে, সেখানে মধ্যযুগ অলৌকিক বীরগাথায় রোমান্সে বাধা পড়েছে। তবু মধ্যযুগে 'পদ্মাবতী', 'সতীময়না' কিংবা অন্যান্য কাহিনীকাব্যগুলি এক অর্থে উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত বলেই আমরা যতবার আধুনিক উপন্যাস পড়ব ততবারই ফিরে যাব 'পদ্মাবতী'র কাছে, আলাওলের কাছে।

সবশেষে বলা যায়, আলাওলকে আমরা যে মূলতঃ 'পদ্মাবতী'র জন্যই স্মরণে রাখি তার মূল কারণ জায়সীর এই অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়ে গোটা বাঙালি পাঠক সমাজকে এক নতুনতর সাহিত্যরস আস্বাদনের সুযোগ এনে দিলেন, সমকালীন যুগলক্ষণ ও পরিপার্শ্বের প্রভাবে অনুবাদ সাহিত্যে এঁকে দিলেন বৈপ্লবিক আধুনিকতার জয়তিলক।